14

দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ 04 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

স্কুল নেই হাজার হাজার গ্রামে

টাঙ্গাইলের দেড় হাজার গ্রামে স্কুল নেই। খবরটা গত শনিবার বেরিয়েছে জনকণ্ঠে। চৌখুপি দিয়ে দুনিয়া দেখার মতো এক নজরে গোটা বাংলাদেশকে দেখা হয়ে যায় খবরটির ভিতর দিয়ে। বাংলাদেশ তো বলতে গেলে এখন পর্যন্ত একটি গ্রামই। শহরই হাতে গোনা। গ্রাম শুধু একটি-দু'টি কিংবা এক হাজার-দু'হাজার নয়, হাজার হাজার। একটা পরিসংখ্যান এযাবতকাল দেয়া হয়ে আসছে— আটষট্টি হাজার গ্রাম নিয়ে বাংলাদেশ। এটা একটা গয়রহ হিসাব। একবার উচ্চারিত হয়েছে কবে, তারপর থেকে সেই নামতা পড়াই চলছে। সঠিক হিসাব আর কে নিতে যাচ্ছে! আছে নাকি সরকারের সে রকম কোন দায়িত্বশীল বিভাগ কিংবা দফতর? জানা আছে কি তাদের, গ্রামের কোন ভাঙ্গা-গড়া চলছে কি না, নদীর ভাঙ্গনে কখন কোন গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কি না, নতুন কোন জনপদ গড়ে উঠল কিনা কোথাও? বড় জটিল, বড় কষ্টসাধ্য, বড় দায়-দায়িত্বের কাজ এসব। অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থান— মানুষের জীবনের এই যে পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়-দায়িত্ব স্বাধীন দেশের সরকারের ওপর বর্তায়, গত ২৫ বছরে কোন সরকার কি সেগুলো পূরণের লক্ষ্যে গ্রহণ করেছে বা করতে পেরেছে যথাযথ প্রশাসনিক পরিকল্পনা? গড়ে তুলেছে কি সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপযোগী প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক? সময়ের স্বল্পতার অজুহাত একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের দেয়ার কোন অবকাশই নেই। আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এলো দীর্ঘ একুশ বছর পর। এ সরকারকে তাই বাংলাদেশ নামক ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের ঐ গ্রাম'টির তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত তথা দেশের প্রত্যেকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো কতদূর পূরণ হয়েছে, কতদূর হয়নি, তা ভেবে দেখতে হবে। অতীতের অনেক ব্যর্থতার বোঝাই অনিবার্যভাবে চেপে বসবে এই সরকারের ওপর।

এ রকম ব্যর্থতার একটি বড় খাত হলো শিক্ষা খাত। বিগত বছরগুলোয় বিশেষ করে বিগত সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে বারংবার সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দের দাবি করা হলেও এ খাতে অগ্রগতির হার একেবারেই নগণ্য। অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ এ খাতে প্রকৃতপক্ষে কখনই সর্বোচ্চ ছিল না, এমনকি প্রয়োজন অনুপাতেও কখনও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। তারই লজ্জাজনক সাক্ষ্য বহন করছে দেশের স্কুলবিহীন হাজার-হাজার গ্রাম। টাঙ্গাইলের গ্রামচিত্রটি বস্তুত সারা দেশেরই গ্রামের ছবির প্রতিনিধিত্বশীল একটি চিত্র। উল্লিখিত খবর অনুযায়ী, এ জেলার ১১টি থানার দেড় সহস্রাধিক গ্রামে সরকারী-বেসরকারী কোন প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ই নেই। এ জেলায় মোট গ্রামের সংখ্যা হচ্ছে ২ হাজার ৬শ' ১টি। তার মধ্যে ৯শ' ৭৮টি গ্রামে সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বাকি গ্রামগুলোতে কোন বিদ্যালয়ই নেই। এর ফলে প্রায় ৩ লাখ ৭৫ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেড় হাজার গ্রামে তিন লাখ শিশু-কিশোর প্রাথমিক শিক্ষাবিঞ্চিত— এই হারে হিসাব করলে সারা দেশে অন্তত দেড় কোটির মতো শিশু-কিশোর প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও পাচ্ছে না। দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। তার মধ্যে অনূর্ধ ১৫ বছর বয়স্ক অর্থাৎ শিশু-কিশোরই অর্ধেক— প্রায় ৬ কোটি। এই হিসাবে স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে এমন শিশু-কিশোরের ১৫/১৬ শতাংশের একেবারেই স্কুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। এরপর যারা যাওয়ার সুযোগ পায়, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর অতিক্রম করতেই আর্থ-সামাজিক কারণে তাদের মধ্যে ঝরে যায় পঞ্চাশ শতাংশ। উন্নয়নগামী যেসব দেশে এই 'ঝরে যাওয়া' বা 'ড্রপআউট'-এর হার সবচাইতে বেশি, সে দেশগুলোর মধ্যে আমাদের দেশ অন্যতম। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পেরিয়ে পরিশেষে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ অতিক্রম করার সুযোগ হয় অতি নগণ্যসংখ্যক শিক্ষার্থীরই। স্বভাবতই তারা দেশের সম্পন্ন ও বিত্তশালীদেরই সন্তান। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত নিয়ে কোন জাতি কখনও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের দেশে গত পঁচিশ বছর ধরে বিরাজমান 'নির্ভরতার অর্থনীতি' শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি না পাওয়ার সবচাইতে বড় কারণ।

দেশে কার্যত 'দুই শিক্ষানীতি' ও 'দুই শিক্ষাব্যবস্থা'ই চালু রয়েছে। দেশে হতভাগ্যদের জন্য কোন শিক্ষা নেই। শিক্ষাকে পরিণত করা যায়নি জনগণের সম্পদে। করা যায়নি সর্বজনীন। শিক্ষালাভের অধিকার যে মৌলিক অধিকার, তা এ সমাজে এখনও অস্বীকৃত রয়ে গেছে। এর ওপর গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সর্বস্তরে নানারকম অনিয়ম, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিকতার বিস্তার, হীন রাজনৈতিক স্বার্থে, কুচক্রীমহলের ষড়যন্ত্রে শিক্ষাঙ্গনের রণাঙ্গনে পরিণত হওয়া, এমন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি বিগত সরকারগুলোর আমলে শুধু প্রকট থেকে প্রকটতরই হয়ে এসেছে। মেঘের ওপর মেঘ জমেছে আকাশে। বিগত আমলে সরকারী ব্যর্থতার পরিপূরণ ঘটাতে সারা দেশে বিভিন্ন এনজিও, বিশেষ করে ব্র্যাক প্রভৃতি বৃহৎ সংস্থা যেখানে গ্রামে গ্রামে 'নন ফরম্যাল' বা অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক ও বেসিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক কার্যক্রম ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের ওপর নেমে এসেছে ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদের আঘাত। সে আঘাত প্রতিহত করেই অব্যাহত রয়েছে তাদের উদ্যোগ। অন্যদিকে সরকারীভাবে গ্রামাঞ্চলে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কার্যক্রমটি প্রধানত দুর্নীতির দরুন এবং আন্তরিকতার অভাবে সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি। সে কার্যক্রম এখন বিলীয়মান। নতুন সরকারকে এ সামগ্রিক পরিস্থিতিই হিসাবে এনে নতুনভাবে দেশে শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করতে হবে। বস্তুত এ ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া প্রভৃতি পূর্ব এশীয় দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে আমরা নিশ্চিতভাবেই উপকৃত হতে পারব। মালয়েশিয়ায় মাত্র ১৯৫৭ সালে শিক্ষাকে সবচাইতে বড় বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে এবং গত প্রায় চার দশকে শিক্ষা বিস্তার ঘটেছে সেখানে রকেটের গতিতে। পাশের দেশ ভারতেও কেরালা প্রভৃতি কোন কোন রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেই মাত্র শিক্ষিতের হার শতকরা এক শ' ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তরিকতা থাকলে যে জাতিকে শিক্ষিত করার কাজটি দুরূহ কিছু নয়, সার্কের ক্ষুদ্র শরিক মালদ্বীপ তার প্রমাণ। সেখানেও শিক্ষিতের হার ৯৭ ভাগ দাঁড়িয়ে গেছে। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধাবস্থার মধ্য থেকেও শ্রীলঙ্কায় শিক্ষিতের হার শতকরা এক শ' ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার কোন প্রকারে নামটুকু স্বাক্ষর করা ও খবরের কাগজ পড়ার জ্ঞান ধরে এখন পর্যন্ত ৭৮ ভাগের ওপর উঠতে পারল না।

আমাদের এই পশ্চাদপদতার মূলে অবশ্যই সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার অভাবটাই প্রধান। আশা করা যায়, এতদিন পর দেশে রাজনীতি ও অর্থনীতি সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে সঠিক খাতে পরিচালনার আন্তরিক প্রয়াস নেয়া হবে। এত সময়, শ্রম, অর্থ ও মেধার অপচয় হয়ে গেছে যে আর আমাদের কালক্ষেপণের কোনই অবকাশ নেই। দেশে যাতে গ্রাম-গ্রামান্তরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ে, ৬৮ হাজার গ্রামের একটিও যেন স্কুলবিহীন না থাকে, প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারে স্কুলে যাওয়ার যাদের বয়স হয়েছে তারা যাতে স্কুলে যেতে পারে এবং 'ড্রপআউট' বন্ধের যাতে কার্যকর ব্যবস্থা করে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর জন্য সর্বোচ্চ প্রাপ্য শিক্ষা সুবিধা গ্রহণের দুয়ার অবারিত করে দেয়া হয়— সেটাই হতে হবে নতুন সরকারের লক্ষ্য। 'হাজার হাজার গ্রামে স্কুল নেই'— বিরাজমান এই গ্লানিকর সমাজবাস্তবতা বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে যেন উল্টে যায়। তার জায়গায় আমরা যেন লিখতে পারি, হাজার-হাজার গ্রামে গড়ে উঠছে নতুন স্কুল। সৃষ্টি হোক সেই নতুন বাস্তবতা। দেশগড়ার নতুন কর্মযজ্ঞ।